দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 16 MAR 1997 পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

প্রশ্নপত্র ফাঁসকারীদের শাস্তি চাই

দেশের সাড়ে সাত লাখ এসএসসি পরীক্ষার্থীর জীবনের প্রথম পাবলিক পরীক্ষা নিয়ে এ কোন্ খেলা চলছে? এবং কারাই-বা খেলছে এ আত্মঘাতী খেলা? কিংবা একি নিছক খেলা নাকি ষড়যন্ত্র?

দেশের পাঁচটি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অভিন্ন প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে অনুষ্ঠানরত এবারের এসএসসি পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের ব্যাপারে এক নজিরবিহীন কলঙ্কজনক ঘটনা ঘটেছে। ইংরেজী উভয়পত্রের প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে পরীক্ষার নির্ধারিত তারিখের কয়েকদিন আগে। ইংরেজী প্রথমপত্রের প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং তার অসংখ্য কপি দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্রি হওয়ার খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ার পরও শিক্ষা বোর্ড বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কোন ব্যবস্থা না নিয়েই ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্র দিয়ে পরীক্ষা নিয়েছে। এ সম্পর্কে বোর্ডের পক্ষ থেকে সেই পুরনো বক্তব্যই দেয়া হয়েছে—পরীক্ষার আগে অভিযোগ পাওয়া যায়নি, তবে এখন তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। ইংরেজী দ্বিতীয় পত্রের প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার ব্যাপারে ঘটেছে আরও ন্যাক্কারজনক ঘটনা। কক্সবাজারের চকরিয়া কেন্দ্রে ইংরেজী প্রথম পত্র পরীক্ষার সময় দ্বিতীয় পত্রের প্রশ্ন বিলি করা হয়েছে। দ্বিতীয় পত্রের নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নপত্র আগেই ফাঁস হয়ে গিয়েছিল। এখন শোনা যাচ্ছে, আগামী ২২ মার্চ অনুষ্ঠেয় অঙ্ক পরীক্ষার প্রশ্নপত্রও নাকি রাজধানীর অদূরে টঙ্গীতে দু'শ' টাকা করে বিক্রি হচ্ছে। পদার্থ বিজ্ঞানসহ বিভিন্ন বিষয়ের প্রশ্নপত্রও নাকি ফাঁস হয়েছে। সব মিলিয়ে বোর্ড এবং পরীক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের একটি কথাই জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করছে—এসব কি হচ্ছে? এসব কি উদ্দেশ্যমূলক, নাকি ষড়যন্ত্র? দেশের সাড়ে সাত লাখ এসএসসি পরীক্ষার্থীকে নিয়ে এ কোন্ নিষ্ঠুরখেলা চলছে? আর কারাই-বা করছে এসব? তাদের উদ্দেশ্য কি দেশের পুরো শিক্ষা ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে দেয়া? শিক্ষামন্ত্রী [illegible] বলেছেন ঃ উদ্দেশ্যমূলকভাবেই ঘটনাটি ঘটানো হয়েছে। কিন্তু তার পরও প্রশ্ন হচ্ছে ঃ দেশের প্রশাসন কি এতই অচল যে প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের একজনকেও তারা এখনও ধরতে পারছে না? তারা কি ধরাছোঁয়ার উর্ধে? শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন ঃ সরকারীভাবে ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত করা হবে এবং পরীক্ষার্থীরা যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সে ব্যাপারে পদক্ষেপ নেয়া হবে।' তাঁর এই বক্তব্যে কি আশ্বস্ত হবে দেশের সাড়ে সাত লাখ উদ্বিগ্ন পরীক্ষার্থী এবং তাদের অভিভাবকবৃন্দ?

প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যাওয়ায় বোর্ড কর্তৃপক্ষ ইংরেজী দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণা করেছে। তবে ইংরেজী প্রথমপত্রের পরীক্ষা বাতিল হবে কি না, এ সম্পর্কে তারা এখনও কিছু বলেনি। কিন্তু তদন্তের পর যদি পরীক্ষা বাতিল হয়, তাহলে এর জন্য দায়ী কে হবে? আমরা মনে করি— এ দায়িত্ব শিক্ষাবোর্ড ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ওপরই বর্তাবে। কারণ, পরীক্ষার নির্ধারিত তারিখের দিন কয়েক আগে প্রশ্নপত্র ফাঁসের খবর প্রকাশিত হওয়ার পর পরই তারা কেন তদন্ত করেনি এবং কেনইবা যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়নি? তা হলে তো একথাই বলতে হয় যে, তখন তারা উদ্দেশ্যমূলকভাবেই-নাকে তেল দিয়ে ঘুমুচ্ছিলেন। এর জবাব অবশ্যই তাদের দিতে হবে। বোর্ড কর্তৃপক্ষ কোনক্রমেই এ ব্যাপারে তাদের দায়-দায়িত্ব এড়াতে পারে না। তদুপরি এবারের প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, মুদ্রণ এবং বিতরণ ও সংরক্ষণের সঙ্গে যারা সংশ্লিষ্ট তারাও পারেনা তাদের দায়িত্ব এড়াতে। সুতরাং তাদের ব্যাপারেও উপযুক্ত তদন্ত হওয়া দরকার। আমরা মনে করি এবার যেভাবে প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে, তার পিছনে একটি সংঘবদ্ধ দল কাজ করেছে। তা না হলে দেশের বিভিন্ন স্থানে পরীক্ষার দিন কয়েক আগেই কি করে প্রশ্নপত্র প্রকাশ্যে বিক্রি হতে পারে? এবং হুবহু প্রশ্নপত্র পরীক্ষার আগেই সংবাদপত্র অফিসে ফ্যাক্স করে পাঠানো হয়?

প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের আমরা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই। সরকার, প্রশাসন, বোর্ড কিংবা পরীক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে জড়িতদের খুঁজে বের করতেই হবে এবং তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। — অতীতে দেখা গেছে ঃ প্রশ্নপত্র ফাঁসকারীদের ব্যাপারে তদন্ত হয়, কিন্তু তাদের বিচার হয় না। আর বিচার হলেও কঠোর শাস্তি তারা পায় না। আমরা এবার প্রশ্নপত্র ফাসকারীদের এমন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই, যাতে কোন ব্যক্তি আর এ ধরনের ঘৃণ্যকাজে লিপ্ত হওয়ার সাহস না পায়। দেশের কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের জীবন নিয়ে এ আত্মঘাতী খেলা চিরতরে বন্ধ করতে হবে।